তারিখ 3. 1 MAR 1993.
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজকের কাগজ

ছাত্র–শিক্ষকের রাজনৈতিক অধিকার প্রসঙ্গে

আহমদ শরীফ

ছাত্ররা চিরদিনই রাজনীতিসচেতন থাকেই। কেন না তারা পত্র–পত্রিকা পড়ে, রাজনীতিক আদর্শ–উদ্দেশ্য–লক্ষ্য জানে, বৈশ্বিক–আন্তর্জাতিক রাজনীতি–কূটনীতি–যুদ্ধ–বাণিজ্য দেখে, শোনে, বোঝে, কাজেই তারা দেশের কিংবা মানুষের হয়ে, ন্যায়ের পক্ষে বিবেকের তাড়নায় বিবৃতি, বক্তৃতা–মিছিল, আন্দোলন প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে জানে, বোঝে ও মানে।

যে–কোন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী চাকুরে ব্যতীত যে কোন পেশার, যোগ্যতার ও আঠারোউত্তর বয়সের লোকের রাজনীতি করার জন্মগত অধিকার মৌলিমানব অধিকার রূপেই বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। কাজেই পাঁচ মাসের বা পাঁচ বছরের কিংবা দশ–বিশ বছরের জন্যে সরকারী কিংবা প্রাশাসনিক প্রয়োজনে বেসরকারী বিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে এক মুহূর্তের জন্যেও বঞ্চিত বা নিষিদ্ধ করা যাবে না, যায় না। অবশ্য যে কোন প্রকারের অপরাধের বা রাষ্ট্রিক সাংবিধানিক অথবা প্রাশাসনিক নীতি–নিয়ম ভঙ্গের জন্যে যে কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে যে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করা কখনোই অবাঞ্ছিত নয়। কাজেই যাঁরা সরকারের কাছে সরকারের প্রশাসনিক স্বার্থে কিংবা দেশের বৃহত্তর সর্বজনীন স্বার্থে শিক্ষিক–শিক্ষার্থীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ নিষিদ্ধকরার সুপারিশ করেছেন, তাঁদের সদ্বুদ্ধির কিংবা গণতান্ত্রিক চেতনার তারিফ করা দেশপ্রেমী ও মানবসেবী কোন সচেতন নাগরিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। একে রূঢ়ভাষায় সরকার তোষণ বলেই কেউ অভিহিত করলে তাকে তিরস্কার করা যাবে না। মনে রাখতে হবে বেসরকারী লোক মাত্রেই অর্থাৎ সরকারী চাকুরে নয়, তেমন লোক মাত্রই স্বাধীন নাগরিক। গণতন্ত্র চালু রেখে কাউকে রাজনীতিক চেতনা–চিন্তা কিংবা কথা উচ্চারণ থেকে অথবা বাস্তবে সংবিধানসম্মত পদ্ধতিতে রাজনীতিক বিবৃতি, বক্তৃতা, মিছিল, হরতাল বন্ধ, ধর্মঘট থেকে বিরত থাকার ও রাখার জন্যে হুকুম–হুমকি–হুঙ্কার–হামলা করা যায় না। কাজেই শিক্ষক–শিক্ষার্থীরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্ব–স্ব মানসিক প্রবণতানুসারে স্ব–স্ব মত, মন্তব্য, সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী কথায়, কাজে ও আচরণে প্রকাশ করবেনই। করা বাঞ্ছনীয়ও দেশের জনগণের স্বার্থে।

অতীতে লীগ–কংগ্রেসের সব আন্দোলনই ছিল ছাত্র–ছাত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহায়তা নির্ভর। সভার আয়োজনে, মিছিলের প্রয়োজনে এবং সভায় শ্রোতা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল আবশ্যিক ও জরুরী।

আমরা অতীতের সব রাজনীতিক কৃতির, কীর্তির, সাফল্যের, জয়ের ও ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণে, ইতিহাস বয়ানে, গৌরবগর্ব প্রকাশে ছাত্রদের ঋণ, ভূমিকা, কৃতিত্ব, কৃতজ্ঞ, চিত্তে, সগর্বে স্বীকার করি। কেবল বর্তমানের কিংবা চলমান আন্দোলনের সময়েই সরকার ও সরকারের কৃপা–করুণা–দয়া–দাক্ষিণ্যকামী কিছু বুদ্ধিজীবীর এবং উচ্চতর পদে উন্নতিকামী লোকদের মুখে সমকালীন ছাত্র আন্দোলনের নিন্দা শুনতে পাই। এ–ও স্তাবকদের চাটুকারদের চিরকালীন রীতি ও অভ্যাসসম্মত উচ্চারণ ও আচরণমাত্র ছাত্ররাজনীতি মাস্তান–লেঠেল–সেনাবাহিনীর রূপ পেল তো প্রাক্তন শাসক জিয়াউর রহমান যেদিন ছাত্রদের জাতীয় রাজনীতিক দলগুলোর অঙ্গদলরূপে স্থায়ী নিয়োগের ও কর্মীহিসেবে কাজ করার জন্যে দললগ্ন অভিজ্ঞান বা পরিচিতি দান আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা দিলেন। সেদিন থেকেই ছাত্ররা স্বাধীনভাবে দেশের, রাষ্ট্রের, মানুষের হয়ে জনগণের স্বার্থ সচেতন হয়ে রাজনীতিক চিন্তা–চেতনার প্রয়োজনবুদ্ধি হারিয়ে দলের নিযুক্ত কিংবা স্থায়ী সমর্থক হিসেবেই ন্যায়–অন্যায়, ভালো–মন্দ, প্রয়োজনীয় কিংবা অকারণ বিচার–বিবেচনা–বিবেক বর্জন করে কেবল দলনেতার নির্দেশেই কাজ তথা সভা–মিছিল–দাঙ্গা–কাড়া–মারা–হানা শুরু করে দিল। আজ তা ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্যে, অভ্যাসে এবং স্বাভাবিক আচরণে পর্যবসিত হয়ে গোটা দেশব্যাপী সংক্রমিত হয়ে অছাত্র–মস্তান–গুন্ডা–খুনী সৃষ্টি করেছে। এখন গাঁ–গঞ্জ শহর–বন্দর পাড়া–মহল্লা–মস্তান–গুন্ডা–খুনী কবলিত। জনগণের জান–মাল–গর্দান বিপন্ন। দিনে রাতে দেশবাসী নির্বিশেষে ত্রস্ত ও বিপন্ন জীবনযাপন করছে। এখন কি সেই মুনি–ঋষির যুগ আছে যে মূষিককে রাখে উন্নীত করে, পরে আবার মূষিক করে দেয়া যাবে!

কিন্তু ছাত্ররা চিরদিনই রাজনীতিসচেতন থাকেই। কেন না তারা পত্র–পত্রিকা পড়ে, রাজনীতিক আদর্শ–উদ্দেশ্য–লক্ষ্য জানে, বৈশ্বিক–আন্তর্জাতিক রাজনীতি–কূটনীতি–যুদ্ধ–বাণিজ্য দেখে, শোনে, বোঝে, কাজেই তারা দেশের কিংবা মানুষের হয়ে, ন্যায়ের পক্ষে বিবেকের তাড়নায় বিবৃতি, বক্তৃতা–মিছিল, আন্দোলন প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে জানে, বোঝে ও মানে। কেননা তারা শিশু নয়, কিশোর–তরুণ যুবক–যুবতী এবং শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত চক্ষুষ্মান ও জ্ঞান–বুদ্ধি–যুক্তি–বিবেকবান। রাজনীতিতে অংশগ্রহণে, কথায়, কাজে ও আচরণে রাজনীতিচেতনার অভিব্যক্তি দানে রয়েছে তাদেরও জন্মগত অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। কেননা সাবালেগ তথা আঠারো বছরের হলেই সে একটা পূর্নমানুষ হিসেবে ভোটাধিকার লাভ করে। তার মতামত গুরুত্ব পায় সাংবিধানিকভাবেই।

আজকে যা প্রয়োজন, জরুরী এবং আবশ্যিক তা হচ্ছে, রাজনীতিক দলগুলোর আইন করেই অঙ্গদল তথা ছাত্র–যুবদল বিলোপকরা। ছাত্রদের দৈশিক কিংবা বৈশিক সমস্যা–সঙ্কট, অন্যায়–পীড়ন–শোষণ–বঞ্চনা–সম্বন্ধে আগের মতোই কথা বলার, কাজকরার ও আন্দোলন করার স্বাধীন স্বেচ্ছা অধিকার প্রয়োগে রাজনীতিক দলগুলো নিরপেক্ষ থাকা। ওরা স্বেচ্ছায় যদি কোন দলের বিরুদ্ধে কিংবা পক্ষে তার কর্মসূচী পছন্দ করে সামরিক কোন কাজে সাহায্য–সহায়তা–সমর্থন করে, তাতে অন্যদলগুলো যেন মারমুখী হয়ে মস্তান–গুন্ডা–খুনী লেলিয়ে না দেয়। তা হলেই কেবল ছাত্রশিক্ষক সমাজে আবার রাজনীতিক স্বচ্ছতা ও সুস্থতা ফিরে আসবে। এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যেসব শিক্ষক রাজনীতি সচেতন অর্থাৎ দেশের রাষ্ট্রের ও জনগণের স্বার্থে রাজনীতিক কথা বলেন, কাজ করেন, আন্দোলন করেন, তাঁদের কোন সরকারই কখনো পছন্দ করে না। বরং সরকারের গোপন সমর্থক, চাটুকার, স্তাবক, কৃপাকাঙ্ক্ষী আপাত নিরীহ তেমন শিক্ষককেই পাকিস্তান আমল থেকে আজ অবধি মন্ত্রী বা অন্য বড়পদ দিয়ে রাজনীতিক শিক্ষকদের চমক লাগিয়ে দেয় সরকার। অতএব রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা সাধারণত ন্যায়ের ও জনস্বার্থে কথা কয় বলেই, সরকার শত্রুরূপেই বিবেচিত হন। আমরা নিজেরা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়েই এ সত্য, তথ্য ও তত্ত্ব নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করছি। সরকার নিজের স্বার্থে দালাল শিক্ষককে রাজনীতিক বানায় মন্ত্রীপদ দিয়ে। কোন রাজনীতিকদলের অঙ্গদল হিসেবে নয়, ছাত্র হিসেবেই, নাগরিক হিসেবেই বেসরকারী পেশাজীবী হিসেবেই স্বাধীন নাগরিক হিসেবেই ছাত্র–শিক্ষক–যুবকদের রাজনীতিকদের দরকারও রয়েছে দেশের জনগণের কল্যাণের জন্যেই। গণতন্ত্রের স্বেচ্ছা–স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তর রোধ করার প্রয়োজনেই।

আহমদ শরীফ : লেখক, প্রাবন্ধিক, চিন্তাবিদ। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।